দৈনিক সংবাদ

৬/১০/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৫

পূর্বধলার হিরণপুর উচ্চ বিদ্যালয়

বৈধ কমিটি না থাকায় সবার বেতন-ভাতা বন্ধ

আবু জাফর তালুকদার, শ্যামগঞ্জ (নেত্রকোনা) থেকে ঃ নেত্রকোনা জেলাধীন পূর্বধলা উপজেলার হিরণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বৈধ কমিটি না থাকায় শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি বেতন-ভাতাদি বন্ধ রয়েছে। এ কারণে শিক্ষকরা যাপন করছেন মানবেতর জীবন।

শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ থেকে জানা গেছে, গত ১৯৯৮ সালে গঠিত ওই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি, অথচ অননুমোদিত এই কমিটির মেয়াদ শেষ হলে চলতি বছরের মার্চ মাসে নতুন কমিটি নির্বাচন করে তা অনুমোদন করাতে গেলে প্রকাশ পায় যে, ১৯৯৮ সালের পূর্বোক্ত কমিটিই অনুমোদিত ছিল না। ফলে নতুন কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেননি। বিষয়টি প্রকাশ হওয়ায় এবং নতুন কমিটি নির্বাচন করে ৯ জন প্রার্থীকে অর্থব্যয়সহ হয়রানি করায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অথচ ১৯৯৮ সালের অবৈধ কমিটি দিয়েই প্রধান শিক্ষক নিজের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ সমাধা করেন। বিষয়টি অজ্ঞাত কারণে বোর্ড কর্তৃপক্ষও তলিয়ে দেখেননি। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলাও দায়ের করা হয়, যা পূর্বধলা থানা পুলিশের তদন্তাধীন রয়েছে। গত ১৩ই জুলাই 'সংবাদ'-এ এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। রহস্যজনক কারণে পুলিশ আজ পর্যন্ত মামলাটির তদন্ত শুরু করছে না।

এদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অবহিত হয়ে এডহক কমিটি গঠনের জন্য প্রধান শিক্ষককে পরামর্শ দেন। প্রধান শিক্ষক এতে সাড়া না দেয়ায় তাকে কৈফিয়ত তলব করে এডহক কমিটি গঠনের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শক চলতি বছরের ১২ই জুন ৯৮৫৭(৩)নং স্মারকে পূর্বধলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পত্র দেন। পূর্বধলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানা গেছে, গত ২ মাসেও এই চিঠি ওই অফিসে পৌছেনি। এ কারণে আজও কমিটি গঠন করা যায়নি এবং কমিটি না থাকায় শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। ফলে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এদিকে বর্তমান কমিটির কোন বৈধতা না থাকা সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক ওই কমিটির একজন সদস্যের যৌথ দস্তখতে চলতি বছরের ভর্তুকির টাকা উত্তোলন করেন। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধান শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ শেষ হলে তিনি মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং নিয়মিতভাবেই প্রতি মাসে সরকারি বেতন উত্তোলন করেন। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে তার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর হলে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এরিয়ার বিল মঞ্জুর হয়। আগে নিয়মিতভাবে বিল উত্তোলন সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ অবৈধ জেনেও এরিয়ার বিলের ২১ হাজার ২শ' ৫০ টাকা উত্তোলন করেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে গেলে তাকে বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়নি।